অপরাজিত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে

✻ অপরাজিত ✻

এপিক ফিল্মস্ এর-নিবেদন। পরিবেশক অরোরা ফিল্ম করপোরেশন প্রাইভেট লিঃ

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

সত্যজিৎ রায়

সঙ্গীত। রবিশঙ্কর আলোকচিত্রশিল্পী। সুব্রত মিত্র শিল্পনির্দেশক। বংশী চন্দ্রগুপ্ত

শব্দগ্রহণ। দুর্গাদাস মিত্র সম্পাদক। দুলাল দত্ত ব্যবস্থাপক। অনিল চৌধুরী

॥ সহকারী ॥

পরিচালনা। শৈলেন দত্ত
অরূপ গুহঠাকুরতা। সুবীর হাজরা
সুরেন চক্রবর্ত্তী
চিত্রনাট্য। কানাইলাল বসু
আলোকচিত্র। দিনেন গুপ্ত। নিমাইরায়
সৌমেন্দু রায়
শিল্পনির্দেশনা। সুরেশচন্দ্র চন্দ্র

শব্দগ্রহন। রণজিৎ সিংহ রায়
বিষ্ণু পরিধা
সম্পাদনা। তপেশ্বর প্রসাদ
হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনা। নিত্যানন্দ দত্ত
বাদল, কালী, অনু
প্রচার। সোমেন গুপ্ত

আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারিজে পরিস্ফুটিত।

শব্দগ্রহণ প্রণালী। স্টানসিল হফম্যান্ ও আর, সি, এ

স্থিরচিত্র পরিস্ফুটন। টেকনিকা

॥ ভূমিকায় ॥

করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়··· সর্বজয়া
শান্তি গুপ্তা
(বিশ্বরূপার সৌজন্যে) ··· লাহিড়ী গিন্নী
কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ··· হরিহর
স্মরণকুমার ঘোষাল ··· অপু (বড়)
পিনাকী সেনগুপ্ত ··· অপু (ছোট)
রমনীরঞ্জন সেনগুপ্ত··· ভবতারণ
রাণীবালা ··· ··· তেলীগিন্নী
সুদীপ্তা রায় ··· ··· নিরুপমা
অজয় মিত্র ··· ··· অনিল
চারুপ্রকাশ ঘোষ ··· নন্দবাবু
সুবোধ গাঙ্গুলী ··· হেডমাস্টার

মনি শ্রীমানি ··· ইন্সপেক্টর
হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় ··· প্রফেসর
কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ··· কথক
কালীচরণ রায় ··· অখিলবাবু
কমলা অধিকারী ··· মোক্ষদা
লালচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ··· লাহিড়ী
কে, এস, পাণ্ডে ··· পাণ্ডে
মীনাক্ষী দেবী ··· পাণ্ডে গিন্নী
পঞ্চানন ভট্টাচার্য ··· ক্যানভাসার
অনিল মুখোপাধ্যায় ··· অবিনাশবাবু
হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ··· ডাক্তার
ভাগানুপালোয়ান ··· পালোয়ান

গল্পাংশ

নিদারুণ ভাগ্যবিড়ম্বনায় বিপর্য্যস্ত হয়ে হরিহর রায় স্ত্রী, পুত্র নিয়ে কাশীবাসী হলেন। নতুন করে সুরু করলেন জীবন যাত্রা।

হরিহর কাশীঘাটে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ওঁদের অবস্থা এখন অনেকটা স্বচ্ছল হয়েছে। সর্বজয়াও সংসারটাকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। অপুও দেখতে দেখতে অনেক বড় হয়ে উঠেছে। কাশীর অলিতে গলিতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে, হিন্দুস্থানী বন্ধু শম্ভুর কাছে ইংরিজী শেখে।

হঠাৎ একদিন ঘাটে স্নান করতে গিয়ে হরিহর অজ্ঞান হয়ে পড়েন, প্রতিবেশীরা ধরাধরি করে

বাড়ি নিয়ে আসে। ডাক্তার বলেন নিউমোনিয়া। ওষুধে ফল দেয় না। চারদিনের দিন হরিহর ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেন।

আবার সেই একটানা দুর্দিন সর্বজয়ার সঙ্গী হ'ল। লাহিড়ী বাড়ীতে সর্বজয়া রাঁধুনির চাকুরি নিল। অপুকে নিয়ে সর্বজয়া এই পরিবারে বসবাসও করে। সর্বজয়াকে লুকিয়ে অপু ছোট খাট ফরমাস খাটে লাহিড়ীমশাইয়ের। এর জন্য সে দু এক পয়সা পায়ও। অপুর লোভ দিন দিন বেড়েই চলেছে। সর্বজয়া একদিন টের পেলো অপুর এই প্রবৃত্তির। সে শঙ্কিত হল। অপুকে মানুষ করে তুলতে হলে এ চাকরী তাকে ছাড়তেই হবে।

সর্বজয়ার এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠামশাই ভবতারণ একদিন এসে উপস্থিত হলেন কাশীর লাহিড়ী বাড়ীতে। তাঁর সঙ্গে সর্বজয়া অপুকে নিয়ে আবার ফিরেএলো বাংলাদেশের মনসাপোতা গ্রামে। ভবতারণের ইচ্ছা অপু পূজো আর্চ্চার কাজ শিখে এ গ্রামের পূজোর ভার নিক তাঁর পরিবর্ত্তে। আর তিনি অবসর নেবেন তীর্থক্ষেত্রে। অপুকে তিনি পূজো আর্চ্চা শেখাতে লাগলেন।

সর্বজয়ার সঙ্গে তাঁর প্রতিবেশীদের বেশ অন্তরঙ্গতা হয়েছে। তেলিবাড়ীর বৌ নিরুপমা ত যেন সর্বজয়ারই কেউ।

মনসাপোতার পথে একদিন অপু ইস্কুল যাওয়া ছেলেদের দেখে জেদ ধরল সেও ইস্কুলে পড়বে। সর্বজয়া শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিল। অপু সকালে পুরুতগিরি করে, দিনে ইস্কুলে যায়।

এমনি করে দিনগুলো কোথাদিয়ে পার হয়ে গেল। বালক অপু এখন কৈশোরে এসে পৌঁছেছে। ম্যাট্রিক পাশ করেছে জেলার মধ্যে দ্বিতীয় হয়ে। অপুর ইচ্ছা সে কলিকাতার কলেজে পড়তে যাবে। ইস্কুলের হেডমাস্টার মশাই অপুকে একটা চিঠি

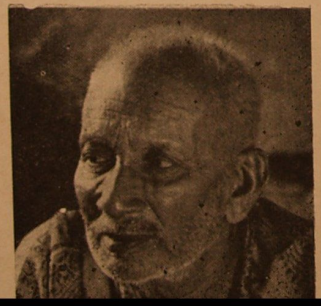

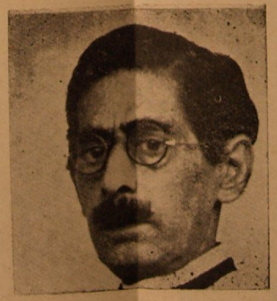

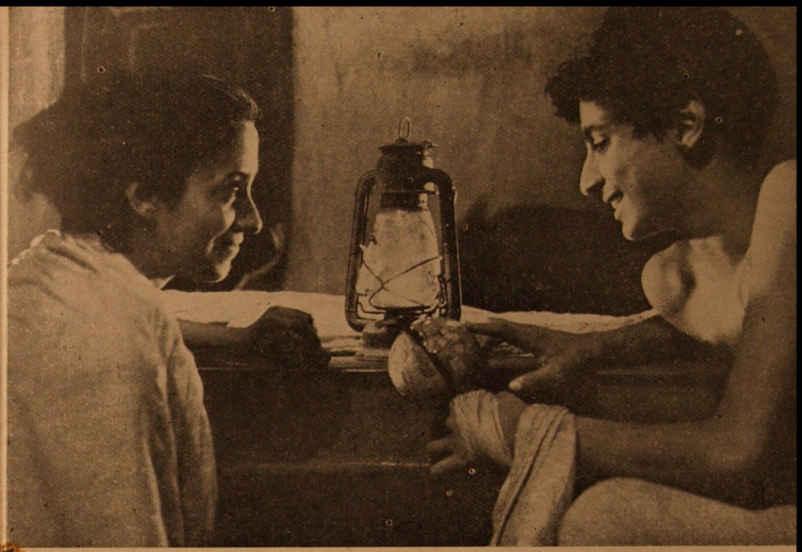

দিলেন তাঁর এক বন্ধু অখিলবাবুকে দেওয়ার জন্য। তিনি অপুকে কলেজে পড়া এবং কলকাতায় থাকার জন্য সাহায্য করতে পারবেন বলে। সর্বজয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপুকে কলকাতায় যেতে দিতে রাজি হ'ল। অপুকে ছেড়ে সর্বজয়া থাকতে পারে না। তবু অপু মানুষ হ'ক সে চায়।

সর্বজয়া মনসাপোতায় একা একা দিন কাটায়। অপুর প্রতি তার মন পড়ে আছে। কবে অপু আসবে? কখন অপু আসবে? সর্বজয়া দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে নিরুপমা এসে সর্বজয়ার খোঁজ নিয়ে যায়। ছুটি ছাটায় অপু এলে সর্বজয়া তাঁর অসুস্থতা প্রকাশ করে না। ভাবে, অপু আবার ভাববে, তার

পড়াশুনার ক্ষতি হবে। কিন্তু এমনি করে
আর কতদিন যায়··· ?

কলকাতায় অপু একদিন চিঠি পেল, সর্বজয়ার
ভীষণ অসুখ। অপু তাড়াতাড়ি মনসাপোতায়
ফিরে এল। কিন্তু অপুর আসতে একদিন দেরী
হয়ে গেছে। নিস্তব্ধ বাড়ী, অপু তার ডাকের
কোন উত্তর পেল না।
ভবতারণ উপস্থিত আছেন। তিনিও নীরব।
সর্বজয়া আর ইহলোকে নেই। অপুর সব আশা
বোধ হয় শেষ হয়ে গেল!
কিন্তু না! এই দুর্দিনেও অপু নিরাশ হয়নি,
এখনও সে স্বপ্ন দেখে মানুষ হবার, অপু
আবার শহরে ফিরে এলো।

জীবনযুদ্ধে অপু অপরাজিত।

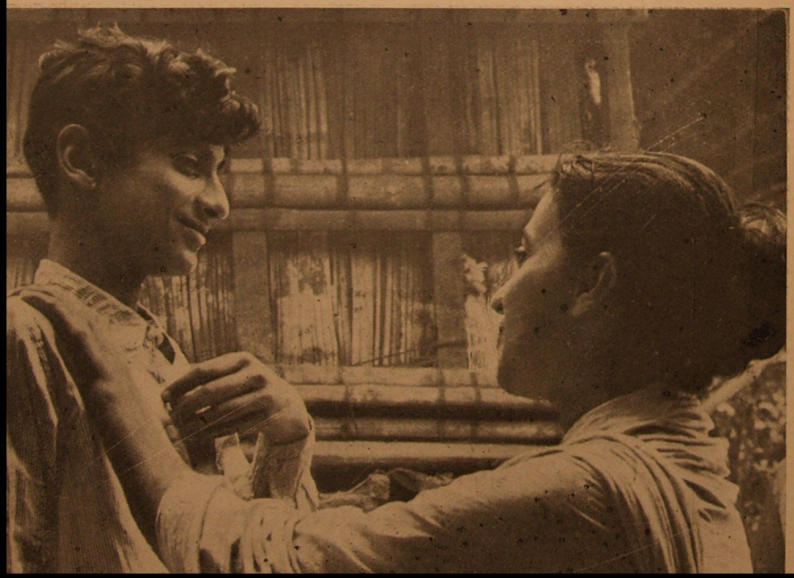

APARAJITA

Benares in the year 1920.

In the ground floor of a small three-storeyed house in one of the city's countless alleys lives Harihar Roy with his wife Sarbajaya and his 10 year old son Apu. Harihar is a refugee from Bengal, a priest by profession & a dabbler in herbal medicine. The first floor of the house is occupied by the Pandeys, husband and wife & four children, while on the top floor lives Nandababu, a bachelor and a businessman.

While Sarbajaya keeps house, Harihar reads out from the Scriptures to an audience consisting mainly of old widows, whose subscription provides him with his main source of income.

Apu plays with the boys of the street, explores the ghats.

One evening, while Sarbajaya counts the day's collection, a letter arrives from Bhabataran Chatterji, an aged uncle of Sarbajaya's. Bhabataran, himself a priest, has suggested that they should come back to Bengal & live in his house in the village of Mansapota where Harihar could take over his priestly duties while he (Bhabataran) could spend the last years of his life in Benares.

Although times are not easy for them, Sarbajaya, a woman of strong will, does not hesitate to decline because she feels that the offer smacks of charity.

The festive season arrives. On the night of Diwali, Harihar comes home with fever. The doctor's as well as Harihar's own efforts prove of no avail and on the fourth day of his illness Harihar dies.

The widowed Sarbajaya takes on the job of a cook in a Zemindar's house.

While Sarbajaya toils in the kitchen, Apu—without his mother's knowledge runs errands for the Zemindar himself and earns small tips which he promptly spends in buying peaunts to feed the monkeys in the nearby Temple of Durga

One day Sarbajaya is surprised by a visit from her uncle Bhabataran who has come to Benares upon learning of their bereavement, & to tell her that his offer still stands. Sarbajaya hesitates, but her chance discovery of Apu's activities helps her to make up her mind.

In the village of Mansapota, Bhabataran teaches Apu the rudiments of priesthood & leaves for Benares. But Apu is unhappy for lack of company. The boys all go to school !

One night Apu asks his mother to send him to school.

To Apu's surprise & delight, Sarbajaya agrees. Apu shines at school, and encouraged by his kindly Headmaster, takes to the study of science.

At the age of sixteen, Apu passes his matriculation Examination with distinction & obtains a scholarship of Rs 10 a month.

A helpless Sarbajaya watched her son leave for the city in the persuit of higher studies.

Bewildered at first by the vastness of the city of Calcutta, Apu gets used to its ways soon enough, so much so that the one month he spends in the village on his vacation seems dull to him. Sarbajaya, sensing the change that is taking place in her son's outlook, has not the heart to tell him of her illness.

After the vacation, Apu prepares for his first terminal examination while Sarbajaya quietly awaits her end.

A postcard informs Apu of the seriousness of her condition.

Apu loses no time in coming to Mansapota, but he arrives a day too late. Old Bhabataran has also come. He advises a dazed Apu to give up his studies & resume his profession of a priest.

It takes Apu some time to realise that the death of his mother has removed the only obstacle from the path of his ambition.

An Epic Films Production

Based on the novel by Bibhutibhusan Bannerji

Screenplay & Direction by Satyajit Ray

Music by Ravishankar

❁

Photographed by Subrata Mitra

Art Direction by Bansi Chandragupta

Sound Recording by Durgadas Mitra

Edited by Dulal Dutta

Production Chief : Anil Choudhury

Distributed by Aurora Film Corporation Private Ltd

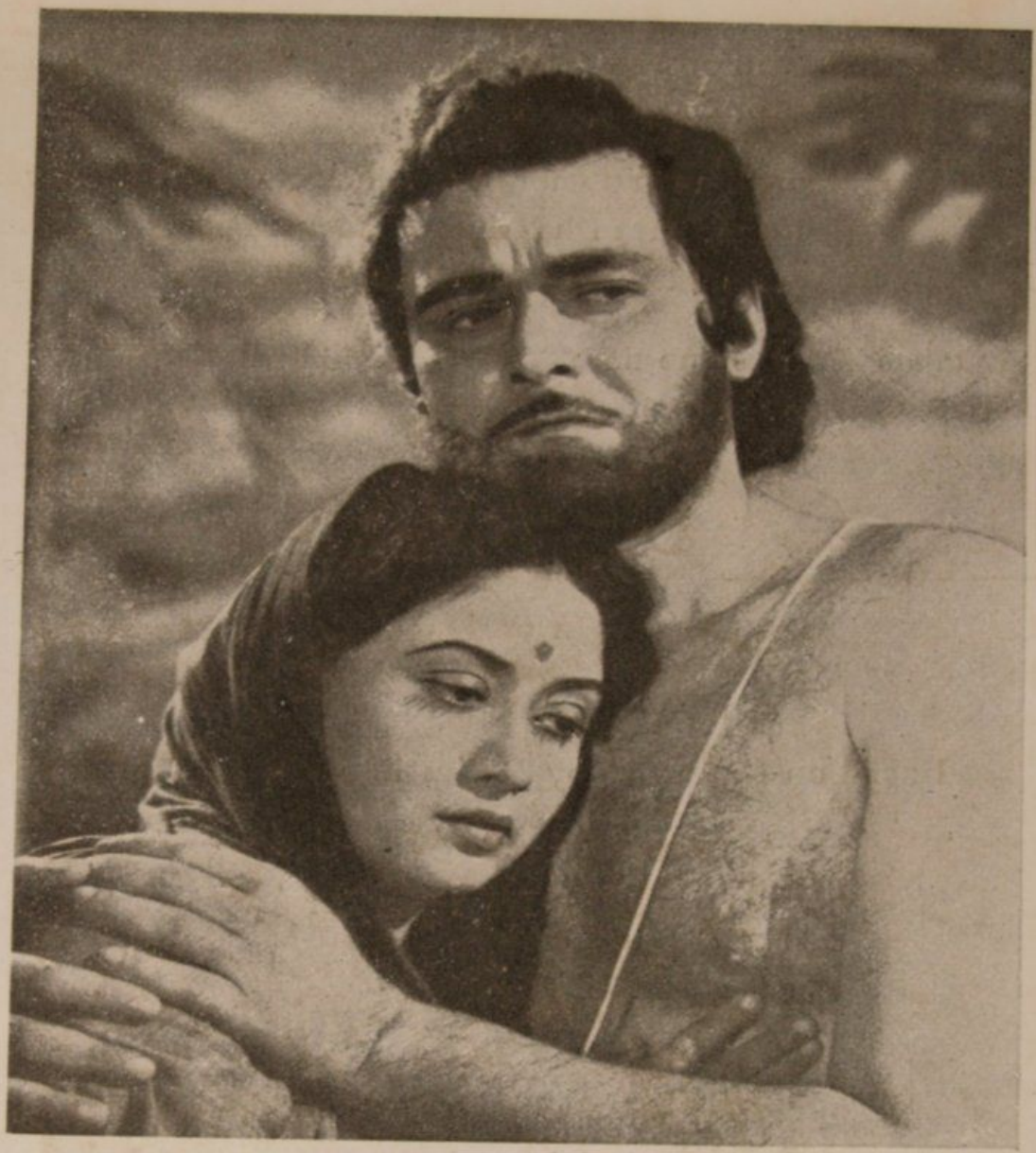

অরোরার নিবেদন

হরিশ্চন্দ্র

পরিচালনা • **ফণি বর্মা**

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১২৫ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং মহাজাতি আর্ট প্রেস, ১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য—দশ পয়সা

FROM THE MAKER OF INDIA'S FIRST FILM MASTERPIECE...

APARAJITO (THE UNVANQUISHED)

produced and directed by Satyajit Ray

whose PATHER PANCHALI won an award as the best human document in the 1956 Cannes Film Festival

● Jawaharlal Nehru
Prime Minister of India

I think the film APARAJITO was a very good one. Your photography is extraordinarily good. I hope you will produce more first class films.

● Dr. B. Keshkar
Minister of Information & Broadcasting

I found it really of a very high order. 'Aparajito' is a very fine film and we will do what we can for making it known.....

● Srimati Indira Gandhi

I liked your film—it is beautiful and moving. There is a gentle flowing quality to it. The characterization is so simple and natural, especially of the mother. The scenes of Benaras are most striking.

APARAJITO HAS BEEN NOMINATED BY THE GOVT. OF INDIA FOR THE 1957 VENICE FILM FESTIVAL

comments

. . . . the new film amply confirms the extraordinary delicacy and talent of its young Bengali producer. Mr. Roy allies a deceptively simple style of photography with the utmost subtlety in his use of sound . . . . Alone among Indian Film Producers Mr. Satyajit Roy succumbs neither to the exaggerated fervour of the social reformer nor the crude sensationalism of the commercial hack. For European audiences his work discloses for the first time the simple humanity and pathos which, beneath the outward poverty and squalor, permeate the life of India's common people.

—The Times, London

Aparajito is another masterly production . . . it is a magnificent rediscovery . . . Search your memory as hard as you can, you wont recollect a parallel to this sort of presentation of a locale which literally acts in the picture . . . . a superb testimony of artistry and craftsmanship of the director and the photographer.

—Statesman

. . . . a sheer treat in pictorial terms, affording intimate glimpses of life . . . . brilliantly depicted with an artist's brush with an astonishing keenness indetail.

—Amrita Bazar Patrika

This is a triumph for both the cameraman who took the pictures and the director who designed each shot to tell the story . . . .

—Hindusthan Standard

. . . . Satyajit Ray brings men, moods and things on the celluloid which instantaneously wipe off the very existence of the screen.

—The Free Lance

Aparajito is the successful fruition of Pather Panchali in its originality of conception, structural harmony and acting.

—Jugantar

. . . . the intertwining of poetry and realism in Aparajito will charm the audiences.

—Ananda Bazar Patrika

. . . . richer rhythm of the contrasts between the tempos of life in Benaras, in the village and in Calcutta . . . . it may lack the popular appeal of Pather Panchali, but that does not make it any the less significant. The greater complexity of its rhythm—and its point counterpoint-in fact makes it more meaningful.

—Times of India

credits

Story : Bibhutibhusan Bandapaddhay

Scenarist, Producer and Director : Satyajit Ray

Cameraman : Subroto Mitra

Art director : Bansi Chandragupta

Editor : Dulal Dutta

Sound recordist : Durgadas Mitra

Production Manager : Anil Chowdhury

Music : Ravi Shankar

Producing Company : Epic Films Private Ltd.

Distributor in India : Aurora Film Corporation Private Ltd.

Distributor outside India : Little Cinema (Cal.) Private Ltd.

Black & white *Standard* *about 9500 ft.*

cast

Pinaki Sen Gupta
as
Boy Apu

Karuna Banerjee
as
Sarbojaya

Smaran Ghosal
as
Adolescent Apu

Kanu Banerjee
as
Harihar

Ramani Sen Gupta
as
the Old uncle

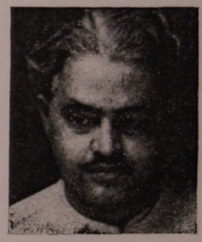

Charu Ghosh
as
Nanda Babu

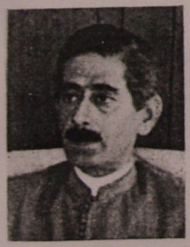

Subodh Ganguly
as
the Headmaster

Kali Charan Ray
as
Press proprietor

Santi Gupta
as
the landlord's wife

K. S. Pandey
as
Pandey

Sudipta Ray
as
Nirupama

Ajay Mitra
as
Apu's friend Anil

synopsis

Harihar, Sarbojaya and Apu are father, mother and son. There was a daughter—Durga ; when she died, their misery and despair was complete ; they left the village to seek refuge and solace in the Holy city of Benaras.

Here we discover them as the film opens. Young Apu is absorbed in his own discoveries ; the weird lanes and alleys of the city, the enchanting water line, the ancient steps rising sheer from the river, the temple rituals and antics of the simian population of Benaras.

Harihar earns a meagre livelihood by reading the Hindu Scriptures to the lonely and bereft. Each day he brings a few coppers and Sarbojaya lives on hope—though not for long. Harihar is suddenly taken ill. A neighbour casts lewd eyes on Sarbojaya. Then amidst the exploding fireworks and clamour of the crowds celebrating the festival of lights, Harihar dies. Sarbojaya stands alone.

She finds employment with a wealthy landlord family ; while she cooks Apu performs odd jobs for the indolent family and amuses himself by feeding the monkeys.

Sarbojaya's old Uncle, a priest, comes to Benaras to persuade her to go back with him to his village home. Worried about her son's future, Sarbojaya returns to the village with her uncle. Apu is initiated into priesthood ; he trudges from house to house pursuing his dignified vocation. But his little heart longs to join the youngsters of his age at school. He secures his mother's consent.

A world of knowledge unfolds before him ; under the loving care of the headmaster Apu grows into a sensitive lad with an insatiable scholastic thirst instilled in him. When he finishes school, not even his mother can dissuade him from going to Calcutta for higher studies. There he works hard to pay for his studies ; he dreams of fresh horizons of knowledge.

Unkown to him ambition and urban associations are drawing him away from his mother. He goes to her on vacations but returns with the realisation that the village has no attraction left for him. The mother pines for her son.

One day Apu, now preparing for the examination, is warned by letter that his mother is ill. On his arrival he finds an empty house. The uncle wants him to stay ; but Apu shakes off his grief, packs up his mother's few belongings and, shouldering the pitifully small bundle, goes back to the city, the promise of his dreams.

This is what the world said about Satyajit Ray's first film 'Pather Panchali'

. . . . the most outstanding achievement of 1956.

—Editorial, Sight & Sound

Here is the discovery of the festival Pather Panchali from India, a Bengali film by Satyajit Ray. Here is great purity and a surprising Cinematic lyricism . . . . Satyajit Ray, Flaherty of Bengal . . . . does not go looking for beautiful pictures, they come to him quite natural . . . . it is a film worthy of grand prize.

—Lotte H. Eisner, Film Culture

Pather Panchali a labour of love and the first film made by the Indian Satyajit Ray, was the most important picture of the festival. As a slice from the life of an Indian family, glimpsed with poet's eye and the lens of an artist, it richly deserved its prize as 'human document.

—Robert Hawkins, New York Times

. . . . Cannes 1956 has discovered a new masterpiece of poetic cinema . . . . you cannot make films like this in a studio, nor for money. Satyajit Ray has worked with humility and complete dedication; he has gone down on his knees in the dust. And his picture has the quality of intimate, unforgettable experience.

—Lindsay Anderson, The Observer

. . . . has been the revelation of the festival, one of those works which make the holding of an international competition worthwhile and raise the standard of such competition by several ranks. Pather Panchali has captivated us entirely . . . . truly represents a supreme civilisation . . . . on the eve of the show, the perfect composition of one of its stills struck Picasso . . . . Long live the Indian cinema which has started to astonish the world.

—Georges Sadoul, Les Lettres Francaise

. . . . one of the most beautiful films to my taste, of the festival, is a film from India 'Pather Panchali . . . It is permissible with regard to this film to pronounce the names of De Sica and of Flaherty . . . . Pather Panchali is a veritable revelation of the Indian Cinema.

—Andre Bazin, Parisien

. . . . there is a freshness and fidelity about his picture of a humble Bengali family that made most of the films seem merely more or less accomphished concoction . . . . It is never easy to translate poetry ; and words can only barely convey the beauty and richness of this masterly film.

—Special Correspondent, The Times